গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২৬/০৭/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ০২.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৯.০২% অর্জন করায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহোদয়ের সঠিক নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে এ সাফল্য অর্জন করতে পারায় সভার পক্ষ হতে সভাপতি মহোদয়কে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভ যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ২০২৩-২০২৪ নতুন অর্থবছরে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। ২০ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০৬৩.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ১০৪৯.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩.৮২ কোটি টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় যোগ্য অর্থ ৯৭৭.১৭

কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯১.৯২%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৬৭.৫৮ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.০২%। জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি ৮৪.১৬%।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৯২.৮৩ কোটি টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়যোগ্য অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৮২.৭৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮৯.১৭%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৮২.২৯ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.৪১%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে উপযোজনের পর মোট বরাদ্দ ৬৩১.০৮ কোটি টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়যোগ্য অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৬১৮.৮৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৮.০৬%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬১৫.৪০ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.৪৪%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৩৮.৯৮ কোটি টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়যোগ্য অর্থ ছাড় করা হয়েছে ২৭৫.৩৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮১.২৩%। ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬৯.৭৮ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৭.৯৮%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি নতুন প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ব্যয় যোগ্য অর্থ আছে ১৭.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। এ প্রকল্পের অনুকূলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.১০৮৮ কোটি টাকা। যা ব্যয় যোগ্য অর্থের ৬৪%।

যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুকূলে থোকসহ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৬৮৪.৩৩ কোটি টাকা। তম্মধ্যে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১০৬৩.০৯ কোটি টাকা। তিনি আরও জানান যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫৪২.৩১ কোটি টাকা সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকল্পের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এতে প্রকল্প ভেদে সময় ভিত্তিক প্যাকেজ অনুযায়ী টেন্ডার, কার্যাদেশ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাব্য সময় সমেত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

প্রতিটি প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে একটি সময় ভিত্তিক বিস্তারিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫০২.১৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.৩৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৬৭.০০ কোটি টাকা। যার ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৫৬.৯৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৬.৪৬ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.১২%।সভাপতি নুতন অর্থবছরে সকল প্রকল্পের ওয়ার্কপ্লান ও প্রকিউরমেন্ট প্লান করে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে নতুন অর্থবছরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, ৭টি স্টেশনের মধ্যে ৭টি স্টেশনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তম্মধ্যে ৩টি স্টেশন চালু হয়েছে। গাজীপুর, চৌরাস্তার

জায়গার অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাকি ৭টি স্টেশনের মধ্যে বর্তমান অর্থবছরে ৩টি স্টেশনে ভৌত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর ১০০%, কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ অবকাঠামো সম্পন্ন হয়েছে ও কর্ণফুলী চট্রগাম ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরে ৪টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষমাত্রা রয়েছে। তার মধ্যে কোণাবাড়ী গাজীপুর ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও রাস্তা ফিনিশিংয়ের কাজ চলছে। কালুরঘাট, চট্টগ্রামে মূল ভবনের ৪ তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ও অন্য ভবনের ২ তলার কাজ চলছে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল ভবনের ৪ তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পিছিয়ে আছে শিবু মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ। ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন। ৩১ জুলাই ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হবে। সভাপতি মহোদয় অক্টোবরের মধ্যে প্রকল্পের সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করা যাবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কালুর ঘাট, চট্টগ্রাম স্টেশন সম্পর্কে বলেন, প্রকল্পের আর মেয়াদ আছে ৬ মাস। এই ৬ মাসের মধ্যে মূল ভবনের কাজ বাকি আছে। পুকুরের ঘাট দেওয়া হয়নি। গাড়ির শেডের কাজ বাকি আছে। তিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Projectপ্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৮০.৬২ কোটি টাকা (জিওবি ১৯.০৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০.৮৮ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ জিওবি ১২.০৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩.৮২ কোটি টাকা মোট ২৫.৯১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে জিওবি অংশে ১২.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.৭০ কোটি টাকা মোট ২২.৭১ কোটি টাকা । অগ্রগতি ৮৭.৬৫%। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি অংশে ১২.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৮.৪৬ কোটি টাকা মোট ৭০.৮৭ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৮৭.৯১%। প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি মহোদয় KOICA এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ২য় ফেজে প্রকল্পটি শুরু করার জন্য নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) KOICA এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ২য় ফেজে প্রকল্পটি শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) প্রকল্পের পিসিআর যথা সময়ে প্রণয়ন করে তা জমা দিতে হবে।

(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৬)	ডিপিপি'র উপর গত ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি আগষ্ট/২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। গণপূর্ত অধিদপ্তর
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	গত ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ডিপিপির ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টসহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হলে গত ২৪/০৭/২০২৩ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে সুরক্ষা সেবা বিভাগে কার্যক্রম চলমান আছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগস্ট/২০২৩ মাসের মধ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/১২/২০২৫)	গত ০৬-০২-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩০/০৪/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ৭ই মে ২০২৩ তারিখে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের জন্য কোন অর্থনৈতিক কোড প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ পরিকল্পনা কমিশন সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী সংগৃহীতব্য অ্যাম্বুলেন্স এর অর্থনৈতিক কোড জানানোর জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১ জুন ২০২৩ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৫.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০ টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প	১০টি স্পেশালাইড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এবং টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তির জন্য অত্র অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। আগস্ট/২০২৩ মাসের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:**

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২/০৮/২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২৫/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) জারি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.০৮৯৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫%। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ২০.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয়যোগ্য অর্থ ১৭.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ০.১০৮৮ কোটি টাকা, যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৬৪%। সভাপতি মহোদয় বলেন, ডোপ টেস্টের প্রকল্প করার বিষয়ে একটা সভা আয়োজনের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। ১২টি জেলায় ডোপ টেস্টের ব্যাপারে বলেন যে, সময় নির্ধারণ করে ডোপ টেষ্ট করলে তা ফল পাওয়া যায় না। যাদের ডোপ টেষ্ট করা হবে তাদের অবগত না করে ডোপ টেষ্ট করা হলে তাতে প্রকৃত ফলাফল জানা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্প ০২টি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	পূর্বে প্রকল্পে ০৫ একর জমির সংস্থান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির স্থানিক নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ও জমির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য গত ২২/০১/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমির অধিগ্রহণের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এবং নতুন করে ভুমি নির্ধারণ তথা অন্যান্য কার্যক্রম সময় সাপেক্ষ হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় প্রকল্প ছাড়া বাকি ০৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত গত ১৫/০৬/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি আগষ্ট/২০২৩ মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে মর্মে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুর্নগঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর গত ০৭ জুন ২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

০৮। <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:

(ক) বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৩৫৪.০২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৩৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫৭৫.০৮ কোটি টাকা এবং ব্যয়যোগ্য অর্থ ৫৭১.২৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৩৩%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৬৯.৮১ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.৭৫%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় ই-পাসপোর্টের ব্যয় ১০০% না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে ই-পাসপোর্টের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, কোভিড ও অন্যান্য কারণে সরকারি অনেক পরিদর্শন হ্রাস হওয়ায় ভ্রমণ ব্যয় খাতে ১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা অব্যয়িত থাকার কারণে ১০০% অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি মহোদয় বলেন, এটি একটি সম্পূর্ণ প্রকল্প হওয়ায় প্রতিদিন ২৪,০০০ হাজারের বেশি পাসপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) স্টক শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০১.১৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.৮০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৬%।

২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫৬.০০ কোটি টাকা এবং ব্যয়যোগ্য অর্থ ৪৭.৬০ কোটি টাকা যা বরাদকৃত অর্থের ৮৫%। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫.৫৯ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৫.৭৮%। প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে এবং সভাপতি মহোদয় সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। লিফট নিয়ে যে সমস্যা ছিল তার সমাধান হয়েছে এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও এলসি করা হয়েছে। হাইকোর্টে ২টি মামলা আছে। গাইবান্ধা স্টেশনটি বুঝে নেওয়ার জন্য ২ মাস আগে চিঠি দিয়েছে। পঞ্চগড়ে ভূমির মালিক তিনগুণ মূল্য দাবি করে কিন্তু বর্তমান আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণের সময় ভূমির মূল্য পরিশোধের নিয়ম ছিল ১.৫ গুণ। তাই ১.৫ গুণের বেশি মূল্য প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে প্রকল্প পরিচালক ভূমির মালিককে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ঠাকুরগাঁওয়ের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন,

আগামী অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে। ই-পাসপোর্টের নতুন প্রকল্প "পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২" উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করার জন্য সভাপতি মহোদয় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় আরো বলেন ই-পাসপোর্ট হলো বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য আর ই-ভিসা হলো বিদেশি নাগরিকের জন্য। ই-ভিসার জন্য আমাদের শুধু মনিটরিং করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যেই প্রকল্পের সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। । স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পটিকে আগামী অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উক্ত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে পুনরায় ডিপিপি দ্রুত প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেন।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

-

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১০.৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৮%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৪৪.৫০ কোটি টাকা, ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩৭.৮৩ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫% ।জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৭০ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.৬৬%। সভাপতি "খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) আরোও জানান যে, আইএমইডি এক সপ্তাহের মধ্যে এ প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ভৌত অবকাঠামো

বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে;

(খ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৯৪.১৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.২৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৮.০৮ কোটি টাকা এবং ব্যয়যোগ্য অর্থ ৪৮.০৮ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৩.৬৫ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯০.৭৯%। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী প্রকল্পের যেটি হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে প্রথমত, সেটির নিচের ২য় তলার বাম পাশে ৪টি থেকে ৫টি রুম ৩-৪ফুট ড্যাম হয়ে গেছে সেজন্য তিনি হাতুড়ি দিয়ে ভাঙার কথা বলেন। দ্বিতীয়ত, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী প্রকল্পের যে নিরাপত্তা দেয়াল রয়েছে সেটির উচ্চতা ৪-৫ফুট হওয়ায় নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হবে। তিনি নিরাপত্তা জোরদারে সীমানা প্রাচীর আরো উঁচু করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, বাউন্ডারি দেয়াল ৬ ফুট করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক বাউন্ডারি দেয়াল ৫-৬ফুটের বেশি উঁচু করা যায় না তাছাড়া যেখানে বন্দি থাকে সেখানে ১৪-১৫ ফুট দেয়াল দরকার হয়। সভাপতি কারা মহাপরিদর্শককে এবিষয়ে দেখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। দেওয়াল ড্যাম হওয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের ভবনগুলো ৪ বছর আগে নির্মিত হয়েছে এজন্য ভবন ড্যাম হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, তারা এ বিষয়ে গুরুত্বের সাথে দেখে তা সমাধান করবেন

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে প্রণয়ন করে জমা দিতে হবে।

(গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৬.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.০৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা। ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৪.২৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮৫%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৫৮ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৮৪.২৪%। সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রকল্পটি সবাই পরিদর্শন করেছে এবং প্রকল্পের সার্বিক দিক লক্ষ্য করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক পিডব্লিউডি এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেক্ষে বাস্তবায়ন অগ্রগতি চালিয়ে যেতে হবে।

(খ) মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি ১ লাখ টাকা এবং ব্যয়যোগ্য অর্থ ০.৮৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.৬৯ লক্ষ টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৮১.১৮%। যেহেতু প্রকল্পের সাথে জ্যামার ক্রয়ের বিষয় রয়েছ সেজন্য সভাপতি প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস না বাড়িয়ে ০১ বছর বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৩৮.১০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২২.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৬.১০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৯৭.৮৯ কোটি টাকা এবং ব্যয়যোগ্য অর্থ ৮৩.২১ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮৫%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৩.২১ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ১০০%। প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেকগুলো বাধা ছিল কিন্তু সব বাধা পেরিয়ে ১০০% অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের অগ্রগতি ১০০% হওয়ায় আবারো প্রকল্প পরিচালককে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৫০.৭৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.১২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৮%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৯০.০০ কোটি টাকা। ব্যয়যোগ্য অর্থ ৭০.৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৮.৩৩%।জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭০.৪৯ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.৯৯%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, এ প্রকল্পে ১৬ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আগামী অর্থ বছরে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে পূর্ত খাতের ব্যয় ৭৪ কোটি টাকা। তিনি আরো বলেন, ৩, ৮ ও ৫(এ) ৩টি প্যাকেজের টেন্ডার দ্রুত নিষ্পত্তি করা দরকার যেগুলো গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাছে রয়েছে। সভাপতি মহোদয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প পরিচালককে কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশনা দেন। কারা মহাপরিদর্শক সভায় বলেন যে, কুমিল্লা কারাগার প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক টার্গেট অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে;
(খ) প্রকল্প পরিচালক গণপূর্ত অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১২০.৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৮৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬১%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। ব্যয়যোগ্য অর্থ ২০.০০ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৫০%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৯.৯৭ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৯.৮৭%। প্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থছাড় বন্ধ ছিল। অন্য প্রকল্প থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচাক সভায় বলেন, ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং ২০.০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি মহোদয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২০.১৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯.৬১% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৩.৫০ কোটি টাকা। ব্যয়যোগ্য অর্থ ১১.৪৭৫ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১.১৬ কোটি টাকা যা ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৭.২৯%।প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত যে সমস্যা ছিল তা ইতিমধ্যে সমাধান হয়েছে তবে নির্মাণ সামগ্রির ব্যয়বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তিনি অনানুষ্ঠানিকভাবে জানতে পেরেছেন যে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যেসব স্থাপনার কাজ শুরু করেছেন শুধুমাত্র সেগুলোই সম্পন্ন করবে। বাকী কাজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান করবে না। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) বলেন, বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রকল্পের বাকী কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও ঠিকাদারের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতিরি একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ

করতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) <u>কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ</u>:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত জনবল নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন । শীঘ্রই সভা আহবানের মাধ্যমে বিষয়টি চুড়ান্ত করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	০৭-০৯-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০-০৫-২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ডিপিপি ২৫/০৭/২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশিন
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৫/২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবল নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেলে সে মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যদি কোন বক্তব্য থাকে তা উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি) এপিএ বাস্তবায়নে সমাপ্ত প্রকল্পের আসবাবপত্র, কম্পিউটারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফেরত প্রদানের নির্দেশনা দেন। এ প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিএসসি ও পিআইসি সভার সম্মানী বন্ধ ছিল কিন্তু তা চলতি অর্থ বছরে চালু করা যাবে ।

১০। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১৮০

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০
৩১ জুলাই ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১০) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১১) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৫) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
১৬) প্রধান প্রকৌশলী , গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৭) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
২১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরি-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব